বাক্য ও বাক্য প্রকরণ

প্রবাল চক্রবর্তী

বাক্যের দুটি অংশ থাকে

উদ্দেশ্য

বিধেয়

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে- **উদ্দেশ্য ও বিধেয়**। বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে **উদ্দেশ্য** বলে বাক্যে **উদ্দেশ্য** সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাই **বিধেয়**।

বাক্য প্রকরণ

ভাষার বিচারে/ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি সার্থক বাক্যের ৩টি গুণ থাকতেই হবে/আবশ্যক-

আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা

আকাঙক্ষা

জব্বার ক্যাডার না হলে
জরিনার পরিবার...

জব্বার ক্যাডার হলে...

সম্পূর্ণ বাক্য হবে

জব্বার ক্যাডার না হলে জরিনার পরিবার ওকে মেনে নিবেনা।

জব্বার ক্যাডার হলে জরিনাকে জব্বারের পরিবার মেনে নিবেনা।

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

আসক্তি

আপু আছে রাগ বসে পার্কে করে

উচিত থাকা মাঝেই সবার দেশপ্রেম

আসত্তি

বাক্যের পদগুলোকে সঠিক ক্রমে (Order) বিন্যস্ত করে বক্তার মনোভাব সঠিক ও পরিষ্কার করে বোঝানোর কৌশলই আসত্তি গুণ।

আপু রাগ করে পার্কে বসে আছে।

সবার মাঝে দেশপ্রেম থাকা উচিত।

যোগ্যতা

গরু আকাশে উড়ে

যোগ্যতা

ঘাস

গরু মাংস খায়

যোগ্যতা

বাক্যটিতে আকাঙ্ক্ষা গুণও যেমন আছে, তেমনি এতে আসত্তি গুণও আছে। কিন্তু বাক্যটি সার্থক বাক্য নয়। কারণ, গরু আকাশে উড়ে না। সুতরাং, বাক্যের পদগুলোর মধ্যে অর্থগত এবং ভাবগত কোনই মিল নেই। বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হয়-

পাখি আকাশে উড়ে।

তাহলে বাক্যটির পদগুলোর মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত মিল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এটি একটি যোগ্যতা গুণ সম্পন্ন সার্থক বাক্য।

বাক্যের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো জড়িত-

ক) গুরুচণ্ডালী দোষ

খ) বাহুল্য দোষ

গ) উপমার ভুল প্রয়োগ

ঘ) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা

ঙ) দুর্বোধ্যতা

চ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন।

গুরুচণ্ডালী দোষ

গরুর গাড়ি
শবদাহ
মড়াপোড়া

তৎসম শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

গুরুচণ্ডালী দোষ

গরুর গাড়ি (বাংলা + বাংলা)
শবদাহ (তৎসম + তৎসম)
মড়াপোড়া (দেশি + দেশি)

তৎসম শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

বাহুল্য দোষ

সকল পুরুষদের ইচ্ছা হলো সুন্দরী বউ পাওয়া।

দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দিয়েছেন।

উপমার ভুল প্রয়োগ

উপমা-অলংকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর প্রয়োগে কোন ভুল হলে বাক্য তার ভাবগত যোগ্যতা হারাবে।

আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল
শোকসাগরে সে উড়ে বেড়ায়

বাগধারার শব্দ পরিবর্তন

বনে ক্রন্দন

বাগধারার শব্দ পরিবর্তন

আটটি কলা

দুর্বোধ্যতা

তুমি আমার সাথে প্রপঞ্চ করেছ।

অপ্রচলিত কিংবা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়।

গঠন অনুসারে

- সরল বাক্য (১টি সমাপিকা ক্রিয়া)
- জটিল বাক্য (২টি সমাপিকা ক্রিয়া) (পরস্পর সাপেক্ষ বা নির্ভরশীল)
- যৌগিক বাক্য (২টি সমাপিকা ক্রিয়া) (স্বাধীন বা নির্ভরশীল নয়)

সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।

- সরল বাক্য মানেই একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে। তবে একটি সমাপিকা ক্রিয়ার অধীনে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে।

মেঘ গর্জন

করলে ময়ূর

নৃত্য করে

আমি বেতন পেলে নতুন মোবাইল কিনবো

সরল বাক্য

- হযরত মুহম্মদ (স) একজন আদর্শ মানব ছিলেন-
- শিক্ষক আমাদের উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন-
- সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত-
- রাকিব খুব ভালো ছাত্র হয়-
- বিদ্বান লোক সর্বত্র আদরনীয়-

সরল বাক্য

- মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে
- পরীক্ষায় ভালো হলে ভর্তি হওয়ার সম্ভবনা আছে-

০১. হলেও, বললেও, করলেও, পাকলেও, সত্ত্বেও, থাকলেও থাকবে; অর্থাৎ বাক্যের মাঝে এরূপ ক্রিয়ার সাথে 'ও' থাকবে।

চুল পাকলেও তার বুদ্ধি পাকেনি।

দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।

তিনি দরিদ্র হলেও অসাধু নন।

অনেক দেখেও দেখা শেষ হল না।

জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন।

মোটা হলেও তার গায়ে শক্তি নেই।

তিনি ধনী হলেও দাতা নন।

তিনি ধনী হলেও সুখী ছিলেন না।

অনেকের নিবাস থাকলেও আমার নিবাস নাই।

পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সে বিনয়ী নয়।

পরিশ্রমী লোকেই সাফল্য লাভ করে।

এখানে এসেই সে বসে পড়ল।

আমরা বাইরে আসলেও স্বাধীনতা পাইনি।

০২. আবার বাক্যের মাঝে হলেই, বললেই, করলেই, থাকলেই, লোকেই এরূপভাবে থাকলে তা চিন্তা ছাড়া সরল বাক্য হবে।

মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে

সাবধান না হলে বিপদে পড়বে।

সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

দোষ স্বীকার করলে তোমার কোন শাস্তি হবে না।

সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হল।

সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।

কলম থাকলে লেখা যেত।

তুমি গেলে আমি যাব ।

মিথ্যা কথা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।

গাড়ি-ঘোড়া চড়তে হলে লেখাপড়া কর।

বৃষ্টি হলে বের হব না ।

পাশ করতে চাইলে পড়।

মেঘ করলে বৃষ্টি হয়।

জটিল বাক্য

যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্যের এক বা একাধিক অপ্রধান খন্ড বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।

যেমন- যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম

জটিল বাক্য

- যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে একটি চেয়ার দাও-
- যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম-
- লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে-

জটিল বাক্য

- যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে-
- যে তোমার মঙ্গল চায়, সেই তোমার বন্ধু

কিছু সাপেক্ষ সর্বনাম এবং সাপেক্ষ যোজক যেমন: যে-সে, যারা-তারা, যা-তা, যাঁরা-তাঁরা, যিনি-তিনি, যেই-সেই, যদি-তবে, যদি-তাহলে, যদিও, তবু, যারা-তারা, যত-তত, যেটুকু-সেটুকু, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেইনা-অমনি, যেহেতু সেহেতু/সেজন্য/সুতরাং ইত্যাদি থাকলে বাক্যটি দিয়ে ছাড়া জটিল বাক্য হবে।

যে ছেলেটি এখানে এসেছিল, সে আমার ভাই।

যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজেছ, সেহেতু সর্দি তোমার হবেই।

যখন বৃষ্টি নামল, তখন আমরা ছাতা খুঁজতে শুরু করলাম।

যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।

যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।

যৌগিক বাক্য

দুই বা দুয়ের অধিক সরল বা জটিল বাক্য যখন একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

উদায়স্ত পরিশ্রম করবো, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না-

যৌগিক বাক্য

- লোকটি সৎ তাই সকলে তাকে সম্মান করে-
- বিপদ এবং দুঃখ একই সাথে আসে-
- সত্যি কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি-

যৌগিক বাক্য

তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি-

কর অথবা মর

এসো অথবা যাও-

দেখ কিংবা শোন-

কিছু অব্যয় যেমন— এবং, ও, আর, অথচ, বরং, তথাপি, কিন্তু, কিংবা, নতুবা, অতএব, তাই, তারপর ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত থাকলে বাক্যটি চিন্তা ছাড়া যৌগিক বাক্য হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অব্যয়টি দুটি কর্তা বা দুটি বাক্য বা দুটি পদকে যুক্ত করবে এবং বাক্যে অব্যয়টির আগে ও পরে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে।

তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ

তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।

অর্থানুসারে বাক্য সাত প্রকার।

১. বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্বক বা বিবৃতিমূলক

২. প্রশ্নবোধক বাক্য

৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

৪. ইহা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য

৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য

৬. সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য

৭. আবেগসূচক বাক্য

বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বা বিবৃতিমূলক বাক্য:

- যে বাক্যে কোনো ঘটনার ভাব থাকে এবং সে বক্তব্যকে সাধারণত বিবৃত বা নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বা বিবৃতিমূলক বাক্য বলে।

- যেমন: সে ঢাকা যাবে। সে ঢাকা যাবে না।

বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বা বিবৃতিমূলক বাক্য:

অস্তিবাচক (হ্যাঁ বাচক)

নেতিবাচক (না বাচক)

বাক্য

- প্রশ্নবোধক বাক্য-
- অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি বুঝায়)
- ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য-
- কার্যকারণাত্মক বাক্য- (কারণ, নিয়ম, শর্ত, স্বীকৃতি, সংকেত)
- সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য-
- আবেগসূচক বাক্য বা বিস্ময়সূচক বাক্য-

বাক্য রূপান্তর

ভুল সকলেই করে (প্রশ্নবোধক)

ভুল কে না করে?

বাক্য রূপান্তর

শহিদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক)

শহিদেরা অমর।

বাক্য রূপান্তর

ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)

যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

বাক্য রূপান্তর

তোমার সব জিনিসই দামি। (নেতিবাচক)

তোমার কোনো জিনিসই সস্তা নয়।

বাক্য রূপান্তর

জ্ঞানী হলেও তিনি বিনয়ী নন। (যৌগিক)

কিন্তু

তিনি জ্ঞানী কিন্তু বিনয়ী নন।

বাক্য রূপান্তর

যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। (সরল)

ভিক্ষুককে দান কর।

বাক্য রূপান্তর

- ভালোবাসার দানে কোনো অপমান নেই। (অস্তিবাচক)

- ভালোবাসার দানে অনেক সম্মান আছে।

বাক্য রূপান্তর

যেহেতু গাড়ি আসে নাই, সেহেতু আমরা বিশ্রাম নিতে পারি। (যৌগিক)

গাড়ি আসে নাই, তাই আমরা বিশ্রাম নিতে পারি।

- আজ চাঁদ উঠেছে। (নেতিবাচক)

- আজ চাঁদ না উঠে পারেনি।

বাক্য রূপান্তর

- যেমন কর্ম করবে, তেমন ফল পাবে। (সরল)

- কর্ম অনুসারে ফল পাবে।

বাক্য রূপান্তর

সন্ধ্যা হয়ে এলো কিন্তু ট্রেনের খোঁজ নেই এখনো। (জটিল)।

যদিও সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তবুও ট্রেনের কোনো খোঁজ নেই

বাক্য রূপান্তর

পনের মিনিট পর তিনি এলেন। (যৌগিক)

তিনি এলেন কিন্তু পনের মিনিট পরে।

বাক্য রূপান্তর

পুকুরপাড়ে এখন কেউ নেই। (অস্তিবাচক)

পুকুরপাড়ে এখন সবাই অনুপস্থিত।

বাক্য রূপান্তর

কোথাও কি তিনি আছেন? (নেতিবাচক)

কোথাও তিনি নেই।